সংবাদ

তারিখ 04 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পরীক্ষা হয়েছে এক বছর আগে

সরকারি স্কুল কলেজে কর্মচারী নিয়োগে অচলাবস্থা

রাকিব উদ্দিন

প্রায় এক বছর আগে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হলেও সরকারি স্কুল-কলেজের দুই হাজার কর্মচারী নিয়োগের কূলকিনারা করতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন। এ নিয়ে মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতর পরস্পরকে দোষারোপ করছে। কর্মচারী স্বল্পতায় সারাদেশের সরকারি হাইস্কুল ও কলেজগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর কাজ করতে হচ্ছে ক্যাডার কর্মকর্তাদের। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বহুকালীন কর্মচারী দিয়েও সরকারি কাজ করা হচ্ছে। এই সমস্যা নিরসনে ন্যূনতম আগ্রহ ও তৎপরতা নেই শিক্ষা প্রশাসনের।

নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নানামুখী অভিযোগ ওঠায় তা খতিয়ে দেখতে গত বছরের জুনে গঠন করা হয় শক্তিশালী তদন্ত কমিটি। এরপর থমকে যায় নিয়োগ কার্যক্রম। কিন্তু প্রকাশ করা হয়নি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন। এখন হতাশায় ডুবছে নিয়োগ প্রত্যাশীরা। নিয়োগ কার্যক্রম নিয়ে অনিয়ম, বাণিজ্য, অব্যবস্থাপনা এবং নিয়োগে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নিয়োগে : অচলাবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সর্বোপরি এ প্রক্রিয়া সরকারবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় এতে আস্থার সংকটে ভুগছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বড় কর্তারা। তারা এই মুহূর্তে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে নারাজ।

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের অধীনে ঝুলে থাকা নিয়োগ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে গত ২১ এপ্রিল সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। এরপরই কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা জানান, মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে যত দ্রুত সম্ভব এই নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করা দরকার।

বাক্ষণবাড়িয়া শহরে ১৮৮৫ সালে স্থাপিত অন্নদা সরকারি হাইস্কুলের দু'জন শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'বর্তমানে এ স্কুলে একজন কর্মচারীও নেই। দু'তিন জন কর্মচারী ছিলেন, যারা ইতোমধ্যে অবসরকালীন ছুটিতে চলে গেছেন। এখন কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষকরা। এতে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব) এএস মাহমুদ ছিলেন কর্মচারী নিয়োগের তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক। এ বিষয়ে তিনি শনিবার সংবাদকে বলেন, 'আমরা তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলাম। বর্তমানে এই প্রক্রিয়াটি শুরু করা যায় কি না, তা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয়। কাজেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই এ বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে।' তবে তিনি স্বীকার করেন, কর্মচারী স্বল্পতা থাকায় সারাদেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে।

পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী উচ্চমান সহকারী পদে গত বছরের ১৪ জুন ৩৯টি কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করে মাউশি। অন্য পদেও একই বছরের ২১ জুন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আর ২৮ জুন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বাণিজ্য ও কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠায় শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে তা স্থগিত রাখা হয়।

নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের আগে কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক ও উপ-পরিচালক (প্রশাসন) শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকীকে সদস্য সচিব করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছিল। এতে সদস্য হিসেবে ছিল জনপ্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পিএসসির একজন করে কর্মকর্তা। পরবর্তীতে মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে আরেকটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়, যা পুরোপুরি অবৈধ বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক আতাউর রহমান গতকাল সংবাদকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আনঅফিশিয়ালি নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ আছে। এখন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছাড়া এই কার্যক্রম শুরু করতে পারছি না।' তিনি জানান, 'সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর প্রায় পাঁচ হাজার পদ খালি আছে। ফলে স্কুল-কলেজে প্রশাসনিক কাজই করা যাচ্ছে না।'

বিভিন্ন ক্যাটাগরির কতো কর্মচারী নিয়োগ : প্রথমবারের মতো একসঙ্গে রেকর্ডসংখ্যক এক হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী নিয়োগের উদ্যোগ নেয় মাউশি। পদের বিপরীতে আবেদন করেছিল প্রায় এক লাখ ৭৬ হাজার প্রার্থী। শূন্য পদের মধ্যে প্রদর্শক (পদার্থ) ৯২ জন, প্রদর্শক (রসায়ন) ৯৫ জন, প্রদর্শক (প্রাণিবিদ্যা) ৬৬ জন, প্রদর্শক (উদ্ভিদবিদ্যা) ৪৬ জন, প্রদর্শক (ভূগোল) ১০ জন, প্রদর্শক (মৃত্তিকাবিজ্ঞান) ২ জন, প্রদর্শক (সংগীত) ১ জন, প্রদর্শক (গার্হস্থ্য) ৩ জন, শরীরচর্চার শিক্ষক ৭৬ জন, গবেষণা সহকারী ৯০জন, সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম-ক্যাটালগার ৬৪ জন, সাঁটলিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর, ২ জন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৪ জন, উচ্চমান সহকারী ৭১ জন, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৮৯ জন, স্টোর কিপার/ক্যাশিয়ার ১৩ জন, হিসাব সহকারী ৪৩ জন, ক্যাশিয়ার ৩৯ জন, স্টোর কিপার ৩৩ জন, মেকানিক-কাম ইলেকট্রিশিয়ান ৩১ জন, বুক স্টার, ২৯ জন, এমএলএসএস ৯৫৮ জন, সুইপার ৮৯ জন। সারাদেশের স্কুল-কলেজে শূন্য পদ পূরণে এ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যদিও গত দুই বছরে আরও অনেক কর্মচারী অবসরে গেছেন।

প্রসঙ্গত, মাউশির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশিদ ২০১০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০১২ সালের ৯ মার্চ কয়েকটি সংবাদপত্রে নিয়োগের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।